ভোরের কাগজ

42

তারিখ ... FEB 11 2000 ...
পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৫

বিএম কলেজে ছাত্রী লাঞ্ছনা : তদন্ত কমিটি রিপোর্ট দেবে আজ

ঘুষ গ্রহণকারী দারোগার বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত

বরিশাল প্রতিনিধি : বিএম কলেজ ছাত্রাবাসে ধর্ষণ প্রচেষ্টা ও শ্লীলতাহানির শিকার ছাত্রীটির আত্মীয়স্বজনের কাছ হতে তদন্তকারী দারোগা এসআই আলমগীরের ঘুস গ্রহণের খবর কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রকাশের পর গতকাল এ বিষয়ে তদন্তের জন্য একটি বিভাগীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। বরিশাল সদর সার্কেলের এএসপি আবুল কাশেমকে এক সদস্যবিশিষ্ট এ তদন্ত কমিটির দায়িত্ব দিয়ে অবিলম্বে রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছে। তবে গৃহীত ঘুসের টাকা ইতিমধ্যে ফেরত দিয়ে আপোসরফা করা হয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে এ ঘটনার বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের গঠন করা ৫ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি আজ রিপোর্ট পেশ করছে। লাঞ্ছিতা ছাত্রী, তার বান্ধবী, অভিযুক্ত বহিরাগত ক্যাডার, ছাত্রাবাসের ছাত্রসহ মোট ৮ জনের সাক্ষ্য ও বক্তব্যের সারসংক্ষেপ করে এ তদন্ত রিপোর্টে ছাত্রী লাঞ্ছনার জন্য ছাত্রাবাসে অবৈধভাবে বসবাসকারী বহিরাগত ক্যাডার চম্পক মণ্ডলকেই দায়ী করা হয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। বুধবার গভীর রাত পর্যন্ত তদন্ত কমিটি সদ্য জামিনে মুক্ত ছাত্রীটির সাক্ষ্য গ্রহণ করে।

অন্যদিকে বিএম কলেজ চলাকালীন প্রকাশ্য দিবালোকে বহিরাগত ক্যাডারের হাতে কলেজছাত্রীর শ্লীলতাহানির পর অধ্যক্ষের আচরণ ও ভূমিকা নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। কলেজ অধ্যক্ষ ঐ ঘটনার পর শত শত ছাত্রছাত্রী-শিক্ষক ও পুলিশের সামনে লাঞ্ছিতা ছাত্রীটির সঙ্গে আপত্তিকর আচরণ করেন এবং অশ্লীল, রুচিহীন ও সাম্প্রদায়িক কতাবার্তা বলেছেন বলে প্রত্যক্ষদর্শী এবং লাঞ্ছিতা ছাত্রীটি সূত্রে জানা গেছে। এ সময়ে হতবিহ্বল অসহায় লাঞ্ছিতা ছাত্রীটি তাকে পুলিশের হাতে তুলে না দিয়ে আত্মরক্ষা ও আইনগত সহায়তার আকুল আবেদন জানালেও অধ্যক্ষ তাতে ভ্রূক্ষেপ করেননি। কলেজ তদন্ত কমিটিতে কোনো মহিলার অন্তর্ভুক্তি নেই বা লাঞ্ছিতা মেয়েটিকে আইনগত সহযোগিতা প্রদানের কোনো ব্যবস্থাও কর্তৃপক্ষ নেয়নি।

গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য জোটভুক্ত ছাত্রমৈত্রী, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্র সমিতি ও ছাত্রলীগ (বাসদ) গতকাল সকালে ছাত্রী লাঞ্ছনার ব্যাপারে জেলা প্রশাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি দিয়েছে।